দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 01 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শরীফকে হত্যা করা হলো যে কারণে—

নেপথ্য কাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ তেজগাঁও পলিটেকনিকে হল দখল ও চাঁদাবাজির আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে শনিবার রাতে ছাত্র ক্যাডারদের গুলিতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শরীফুল ইসলাম শরীফ নিহত হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে গিট্টু মাসুদ ও নিরব গ্রুপ জড়িত। গিট্টু মাসুদকে হটিয়ে নিরব গ্রুপ পলিটেকনিকের চারটি হল দখল করতে চেয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরব গ্রুপ শনিবার রাতে বেগুনবাড়ী এলাকায় দিপিকা হোটেলে গোপন বৈঠক করে। বৈঠকে প্রথমে জহির রায়হান হল দখলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই গোপন পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলে গিট্টু মাসুদ গ্রুপ ঘটনা জেনে যায়। শনিবার রাতে তারা প্রতিরোধ করলে উভয়পক্ষে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় প্রতিপক্ষের গুলিতে শরীফ নিহত হয়। এ নিয়ে শনিবার গভীর রাতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে গাড়ি ভাংচুর করা হয়। রবিবার সকাল থেকে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। প্রায় তিন ঘন্টা পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ ঘটে। গ্রেফতার হয় ৪৮ ছাত্র।

রবিবার রাতে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সাথে কথা বলে ঘটনার নেপথ্য কাহিনী জানা গেছে। ছাত্ররা বলেছে, বেগুনবাড়ী এলাকার দিপিকা হোটেলে বসে নিরব গ্রুপ হল দখলের পরিকল্পনা করেছিল। ছাত্রদের মতে, নিরব গ্রুপের গুলিতেই শরীফ নিহত হয়েছে। তারা জানায়, শনিবার রাতের গোপন বৈঠকে নিরব গ্রুপের আতাউর, সোলেমান, আন্নি, ভিপি জাহাঙ্গীরসহ টাউক্যা জাকির গ্রুপের বুট্টা হিরো, কুদ্দুস, লিটুসহ সর্বহারা বাদশা উপস্থিত ছিল। এরা বেশ কিছুদিন ধরে ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করছিল। এদের গ্রেফতার করা হলে ঘটনার রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে ছাত্ররা জানিয়েছে।

এদিকে শরীফ হত্যার জের ধরে তেজগাঁও পুলিশ ৪৮ ছাত্রকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। তেজগাঁও পুলিশ হত্যার কোন এজাহারভুক্ত আসামী না থাকায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

লতিফ ছাত্রাবাসের হল তত্ত্বাবধায়কের প্রতিবাদ

তেজগাঁও পলিটেকনিকে সংঘটিত ঘটনায় লতিফ ছাত্রাবাসের হল তত্ত্বাবধায়ক এম ইদ্রিস আলী তাঁকে উদ্ধৃত করে সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদ করেছেন। সোমবার তিনি জনকণ্ঠে প্রেরিত এক প্রতিবাদপত্রে বলেছেন, তাঁর সাথে জনকণ্ঠের কোন সাংবাদিকের আলাপ হয়নি। তিনি চ্যানেল আই, এটিএন ও ইটিভিকে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকার দিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন মাত্র।